বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৫

প্রতিবেদন

কাপিষ্টা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং –৩৯ বি.কে.(২৮/১২/১৯৫৭), সংশোধনের তারিখ –২১/১২/২০১৮
গ্রাম: কাপিষ্টা, ডাকঘর – পাপুরডিহি, জেলা – বাঁকুড়া
তারিখ: ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ (শনিবার)
সময়: দুপুর ২টা, স্থান: সমিতির নতুন ভবনের ২য় তল

পরিচালক মণ্ডলীর সদ্যসগণ

১) রাফিউদ্দিন খন	চেয়ারম্যন
২) রব্বুল খান	ভাইস চেয়ারম্যন
৩) জবাহির মল্লিক	প্যনেল চেয়ারম্যন
৪) রাকিবুদ্দিন মল্লিক	প্যনেল চেয়ারম্যন
৫) আলেয়া বেগম	প্যনেল চেয়ারম্যন
৬) মিন্তাজুল হক	ডিরেক্টর
৭) জাকির মিদ্দ্যা	ডিরেক্টর
৮) তফিকুর রাহমান	ডিরেক্টর
৯) আলিনা বেগম	ডিরেক্টর
১০) সুধীর বাউরি	ডিরেক্টর
১১) ফিস্তার আলী খান	ডিরেক্টর
১২) মোঃ টিপু সুলতান মিদ্দ্যা	পঞ্চায়েত নমিনি
১৩) আলি ইমাম খান	সেক্রেটারি

সম্পাদকের প্রতিবেদন

মাননীয় সমবায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ,

সভা শুরুর প্রাক্কালে পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক সমবায়ী অভিনন্দন। আজ আমরা সমবেত হয়েছি কাপিষ্টা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ–এর ৬৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভায়। এ সভায় আমরা সমিতির বিগত বছরের কার্যক্রম, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার পর্যালোচনা করব এবং আগামী দিনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করব।

শোক প্রস্তাব

গত বছরে আমাদের এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী ও সমবায় আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণ প্রয়াত হয়েছেন। এছাড়া সারা দেশে সন্ত্রাসবাদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় কত তাজা প্রান অকালে শেষ হয়ে গেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সমবায় সমিতির পরিচালন কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও সমিতির উন্নয়নের নিবেদিতপ্রাণ প্রাক্তন কর্মী এপতেখারুল হক মহাশয় আজ আর আমাদের মাঝে নেই। গত ১৫ই আগস্ট সমতি আয়জিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ওই দিন বিকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারাজান। আল্লাহ্ তায়ালা উনাকে জান্নাত বাসী করুন এবং উনার শোকসম্পপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারনের তৌফিক দান কারুন। সমিতির উন্নয়নে তাঁর নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সর্বোপরি, আমাদের সমিতির যেসব সদস্য/সদস্যা আজ আর আমাদের মাঝে নেই, তাঁদের উজ্জ্বল স্মৃতি ও অবদানকে আজকের সভা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সভায় উপস্থিত সকলে এক মিনিট নীরবতা পালন করব।

জাতীয় পরিস্থিতি ও সরকারি উদ্যোগ

বর্তমান সময়ে দেশজুড়ে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও শিক্ষা-সচেতনতার অভাব একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের এলাকার ওপরও পড়েছে। এসব জটিল পরিস্থিতির সমাধানে সমবায় আন্দোলন একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

বাজার ব্যবস্থার অস্থিরতার মধ্যেও সমবায় সংগঠনই পারে সাধারণ মানুষের হাতে ন্যায্যমূল্যে দ্রব্য, কৃষিঋণ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিতে। এভাবে সমবায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর করে চলেছে। +

সরকারও সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রমকে আরো উন্নত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে আমাদের সোসাইটির সমস্ত তথ্য ইতিমধ্যেই ডিজিটাইজড করা হয়েছে। পাওয়ার ব্যাকআপ ব্যবস্থা সহ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ওয়েব ক্যাম, বায়মেট্রিক ডিভায়িস ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারিভাবে প্রাথমিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও ইন্টেরিয়র ডেকরেসন মাধ্যমে এবং একটি বার্ষিক সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আমানত বিভাগের সমস্ত লেনদেন ভবিষ্যতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

কার্যাবলী

১. আমানত বিভাগ:

সদস্যদের সঞ্চয়ের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে আমাদের আমানত বিভাগ দৃঢ়ভাবে কাজ করছে। বিগত কয়েক বছর ঋণদান কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও আমানতকারীদের আস্থা অটুট রয়েছে। পরিচালকমণ্ডলী শিগগিরই পুনরায় ঋণদান চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২. রেশন বিভাগ:

সরকারি নির্দেশ মোতাবেক দুয়ারে রেশন প্রকল্প চালু রয়েছে। যদিও বিনামূল্যে রেশন বিতরণের কারণে বিক্রয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, তবুও কমিশন ও রিবেট সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত হচ্ছে। এর ফলে প্রাথমিকভাবে খরচ সমিতিকেই বহন করতে হচ্ছে।

তবুও স্থানীয় মানুষের স্বার্থে সমিতি যথাযথভাবে এই পরিষেবা বজায় রেখেছে।

৩. স্যার বিক্রি পরিষেবা:

বিগত কয়েক বছর স্যার বিক্রি বন্ধ ছিল, সমিতির সারের ব্যবসা খুব একটা লাভজনক না হলেও এই বছর স্যারের লাইসেন্স নবীকরণের জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং আগামী মরশুম থেকে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সার বিক্রি করা সম্ভবপর হবে।

---

৪. দোকানঘর ভাড়া:

সমিতির যে সমস্ত স্টল গুলি আছে তারমধ্যে ভাড়ায় দেওয়া বেশ কিছু দোকান দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল আথচ দখল ছাড়েনি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাড়া নিয়মিত পাওয়া যায়নি, নতুন BOD গঠন হওয়ার পরে পরেই এই ব্যবস্থা পরিবর্তনে সক্রিয় হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের নোটিশ দেওয়া, প্রয়োজনে ঘরে ঘরে যাওয়ার ফলে বর্তমানে অনেক দোকান আবার খুলেছে এবং বকেয়া ভাড়া আদায় করা সম্ভব হচ্ছে। এর পরেও বকেয়া ভাড়া আদায় না হলে সমিতি কঠোর বাবস্থা গ্রাহন করবে, এবং ঘরের দখল নেবে।
এ বছর এম.এস.পি-তে ধান সংগ্রহের জন্য গুদামঘর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কারণে সমিতির বাকি সমস্ত দোকানঘর এখনই ভাড়ায় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ২য় বিকল্প না থাকায় অগ্রাধিকার বিবেচনা করে, নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহনের পর দোকান ঘরগুলির মধ্যে একটি ওষুধের দোকান খোলার আনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৫. কৃষি সামগ্রী ও আসবাব ভাড়া

নতুন পরিচালকমণ্ডলী দায়িত্ব গ্রহণের পর কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতে আরও দুটি স্প্রে মেশিন সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে স্বল্প মূল্যে এগুলি কৃষকদের ভাড়ায় দেওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি নতুন ১৫টি চেয়ার-টেবিল সেট এবং ২৫টি একক চেয়ার সংগ্রহ করা হয়েছে। স্বল্প মূল্যে এগুলির ভাড়া দেওয়া স্থানীয় মানুষদের সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি সমিতির আয়ের উৎসও বৃদ্ধি করছে।

ন্যূনতম অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

সমিতির মর্যাদা রক্ষার্থে এবং আধুনিক অফিস পরিচালনা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়াসে কিছু মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—

- ব্যাকআপ পাওয়ার সিস্টেম স্থাপন
- সাবমারসিবল পাম্পের মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা
- অফিস চত্বরে পর্যাপ্ত আলো ও সিসিটিভি সুরক্ষা ব্যবস্থা।

এতে বহিরাগত অতিথি, অডিটার কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিদের আতিথ্য প্রদানে আর কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১. কৃষি উন্নয়ন ও কৃষক সেবা

রাজ্য সরকারের PADDY PROCUREMENT SYSTEM PORTAL–এর মাধ্যমে এমএসপি (MSP) মূল্যে ধান ক্রয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই আবেদন জমা করা হয়েছে। অনুমোদন প্রাপ্ত হলে কৃষকদের বাইরে যেতে হবে না; আযথা হয়রানি এড়ানো সম্ভব হবে এবং অধিক সংখ্যক কৃষক ধান বিক্রি করে বেশি লাভবান হবেন। পরিকল্পনা সঠিক রূপে বাস্তবায়িত হলে এটি কৃষকদের স্বার্থে সমিতির এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে। পরিকল্পনা সফল করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো দ্রুত সম্পন্ন করা আবশ্যক।

পুনরায় আগামী মরসুম থেকে কৃষকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকারের সার সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে।

কৃষি সামগ্রী ভাড়ার প্রকল্প আরও সম্প্রসারণ করা হবে। কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, যেমন – পেডি থ্রেশার, ড্রোন স্প্রেয়ার ইত্যাদি সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ভাড়ায় দেওয়া হবে।

প্রতিবছর আধুনিক কৃষি পদ্ধতি, ফসলের রোগ ও প্রতিকার সংক্রান্ত শিক্ষা শিবির আয়োজন করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষি–সংক্রান্ত ট্রেনিং সেন্টার গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২. আর্থিক সেবা ও ডিজিটাল রূপান্তর

আমানত বিভাগের কার্যক্রমকে আরও নির্ভুল, আধুনিক ও কম্পিউটার ভিত্তিক করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সমিতির অব্যবহৃত সম্পদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টি করা হবে।

৩. অবকাঠামো ও সম্পত্তি উন্নয়ন

সময়োপযোগী পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সদস্যদের দীর্ঘদিনের দাবিকে সম্মান জানিয়ে একটি মাল্টিপারপাস ম্যারেজ হল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিবাহ অনুষ্ঠান কিংবা গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে একটি জল ট্যাঙ্কার তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

৪. তথ্যপ্রযুক্তি ও সদস্যদের যোগাযোগ

সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং সমিতির খবর দ্রুত সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ও ওয়েবসাইট প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৫. স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ

সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির পক্ষ থেকে জীবনদায়ী চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ভাড়ায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সমিতির কর্মচারীরা তাঁদের দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গত তিন বছর পরিচালকমণ্ডলী না থাকলেও তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেমে থাকেনি।

পরিচালকমণ্ডলী তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। ভবিষ্যতে তাঁদের সামাজিক কল্যাণের দিকেও যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হবে।

উপসংহার

আজকের সভায় আলোচ্যসূচি নিয়ে গঠনমূলক মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমিতির উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে—এই প্রত্যাশা রইল।

পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

সম্পাদক
আলি ইমাম খান
কাপিষ্টা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

KAPISTA
IFFCO
IFFCO